ওয়াসা

ঢাকা পানি সরবরাহ ও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ

ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কার্যালয়
জনতথ্য বিভাগ
৯৮,কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা-১২১৫

শেখ হাসিনার মুলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

স্মারক নং ঃ ৪৬.১১৩.১০৩.০০.০০.০৩৯.২০১৫/৬০৮ তারিখঃ ০৯/০৭/২০২০

বার্তা সম্পাদক
"দৈনিক দেশ রুপান্তর"
ঢাকা।

বিষয়ঃ **প্রকাশিত সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ।**

আজ ৯ জুলাই, ২০২০ তারিখে আপনাদের **"দৈনিক দেশ রুপান্তর"** পত্রিকার প্রথম পাতায় ঢাকা ওয়াসার পদ্মা যশলদিয়া পানি শোধনাগার বিষয়ে **"শেষ হওয়া প্রকল্পে বছরে খরচ শতকোটি টাকা"** শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদটি ঢাকা ওয়াসার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এ বিষয়ে ঢাকা ওয়াসার বক্তব্য নিম্নরুপ:

শিরোনামসহ প্রতিবেদনটি অসত্য, ভিত্তিহীন, ভুল তথ্য সম্বলিত এবং উদ্দ্যেশ্য প্রণোদিত।
চীন সরকারের অর্থায়নে পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগারটি জনস্বার্থে নির্মিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে পানি শোধনাগারটি শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমানে প্রকল্পের পানি শোধনাগারে পরিশোধিত দৈনিক প্রায় ১৮ থেকে ২০ কোটি লিটার পানি ঢাকা শহরের নেটওয়ার্কে সরবরাহ করা হচ্ছে।

১। সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণ প্রকল্পের ব্যয় ধরা হয় প্রায় ৩৮০০ কোটি টাকা। EPC/Turnkey ভিত্তিতে নিয়োজিত চীনা ঠিকাদারের সাথে চুক্তিমূল্য ছিল ২৯০.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার; যা অপরিবর্তিত থাকে। প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষে সাকূল্যে ব্যয় দাঁড়ায় প্রায় ৩৪৫০ কোটি টাকা। উল্লেখ্য, প্রকল্পের মূল নির্মাণ ব্যয় অপরিবর্তিত থাকলেও বিভিন্ন সময়ে ডলারের বিনিময় মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রকল্প ব্যয় বাড়লেও চুক্তিমূল্যের সমুদয় অর্থ ঋণদাতা China Exim Bank কর্তৃক সরাসরি মার্কিন ডলারে পরিশোধ করায় প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় বাড়েনি।

২। পদ্মা (যশলদিয়া) পানি শোধনাগার নির্মাণকাজ শেষ হলেও ঢাকা শহরে এই পানি সরবরাহের জন্য বিতরণ নেটওয়ার্ক না থাকায় সর্বোচ্চ ক্ষমতায় উৎপাদন করা যাচ্ছে না। প্রয়োজনীয় বিতরণ নেটওয়ার্ক নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে পানি শোধনাগারের পুরো সুফল পাওয়া যাবে।

৩। সদ্য নির্মিত প্ল্যান্টটি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বিধায় এটি পরিচালনার মত প্রশিক্ষিত পর্যাপ্ত জনবল ঢাকা ওয়াসায় নেই। তাই, অক্টোবরে উদ্বোধনের পর হতে প্ল্যান্টটি পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ঠিকাদার China

০৯/৭/২০২০

CAMCE Ltd. কে নিযুক্ত করা হয়। পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে মাসভিত্তিক ব্যয়গুলি হ'লঃ ক) চীনা বিশেষজ্ঞদের সন্মানী খ) স্থানীয় জনবলের বেতন/ভাতা গ) পানি পরিশোধনে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি ক্রয় ঘ) বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ ঙ) নিরাপত্তা ব্যবস্থা। এতে মোট মাসিক ব্যয় আসে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক মোট ব্যয় প্রায় ৪৩ কোটি টাকা। এখানে বছরে শতকোটি টাকা খরচের হিসাব প্রতিবেদক কোথা থেকে পেলেন তা বোধগম্য নয়। নতুন স্থাপনা বিধায় মূলধন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ তুলনামূলক বেশি হলেও অযৌক্তিক বা অপ্রয়োজনীয় কোন খাতে অর্থ ব্যয় করার কোন সুযোগই নেই। পুরাতন ঢাকার স্থানীয় বাসিন্দারা অত্যাধুনিক এই প্রকল্পের পানি প্রাপ্তির সুবিধা ভোগ করছেন।

৪। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ঢাকা ওয়াসা বোর্ডসহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পিপিআর-২০০৮ এবং e-GP প্রক্রিয়া অনুসরণ করে প্রতিটি কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে বিধায় প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করা হচ্ছে।

৫। উল্লেখ্য, কোন বিভাগের অনুকূলে ব্যয় বরাদ্দ এবং প্রকৃত ব্যয় একই নয়। প্রয়োজনের নিরিখে বিভিন্ন খাতে সম্ভাব্য ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হলেও প্রকৃত ব্যয় চাহিদার আলোকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে করা হয়ে থাকে। অর্থবছর শেষে চূড়ান্ত হিসাব প্রণয়ন করা হলেই কেবল এই ব্যয় জানা সম্ভব হবে। এমতাবস্থায়, প্রকৃত তথ্য ছাড়াই কতিপয় স্বার্থান্বেষী মহলের প্ররোচনায় উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ প্রকাশ করা কোনভাবেই কাম্য নয়। এরুপ ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশের পরিবর্তে ঢাকা ওয়াসার সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহপূর্বক সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে গণমাধ্যমের বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখার জন্য বিনীত অনুরোধ করা হল।

পরিশেষে, প্রতিবেদনটি সম্পর্কে ঢাকা ওয়াসার প্রতিবাদ বক্তব্যটি আপনাদের **"দৈনিক দেশ রুপান্তর "** পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় হুবহু একই কলামে প্রকাশ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হ'ল।

ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে

০৯/৭/২০২০

এ. এম. মোস্তফা তারেক
উপ-প্রধান জনতথ্য কর্মকর্তা
ঢাকা ওয়াসা।